গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ২০ - ২৬ মার্চ ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথপ্রদর্শক কার্ল মার্ক্স স্মরণে

১৪ মার্চ মহান কার্ল মার্ক্সের ১৪৪তম স্মরণ দিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

বিধানসভায় ২৩০টি আসনে লড়বে এস ইউ সি আই (সি)

কলকাতায় দলের রাজ্য দফতরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ১৬ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এককভাবে ২৩০টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এ বারের নির্বাচনের বিশেষত্ব হল, ৬০ লক্ষেরও বেশি 'বিচারাধীন' ভোটারের ফয়সালা না করেই কমিশন নির্বাচন ঘোষণা করেছে। আমাদের দলের অনেক প্রস্তাবিত প্রার্থীও বিবেচনাধীন তালিকায় থাকায় তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না। আগামী সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে এই ফয়সালা না হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার শেষ করার দাবি করছি। এ ছাড়া যাঁদের নাম 'ডিলিটেড' হয়েছে তাঁরা ৬ নং ফর্ম জমা দিলে যাতে তাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

তিনি বলেন, এই নির্বাচনে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনবিরোধী রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই শাসকদল, তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাল ঠোকাঠুকি করছে। টাকার বস্তা, গুন্ডা বাহিনী আর সংগঠিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর হিংসার পারদ চড়ছে প্রতিদিন। রুটি-রুজির সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা, চিকিৎসার সমস্যায় জেরবার শান্তিপ্রিয় খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বিভাজন, মেরুকরণ, সংঘর্ষ আর অশান্তির আতঙ্কে প্রহর গুনছে।

বিজেপির আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে এ রাজ্যে গত কয়েক মাস ধরে বাস্তবে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অনুপ্রবেশের ধুয়া তুলে জনগণের কাছে নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইছে, যা কমিশনের অধিকারের মধ্যে পড়ে না।

প্রার্থী তালিকা ঃ চার ও পাঁচের পাতায় *দুয়ের পাতায় দেখুন*

সব বৈধ ভোটারের নাম প্রকাশের দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

বৈধ ভোটারের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, শুনানিতে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও ৬১ লক্ষ ভোটারকে বিচারাধীন রেখে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় দলের পক্ষ থেকে। দাবি জানানো হয়, নির্বাচনের আগেই সব বৈধ ভোটারের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

কোচবিহার ঃ ১২ মার্চ কোচবিহার জেলা জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি)। দুই শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের মিছিল কাছারি মোড় হয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে এগোলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা ডিএম চত্বরে ঢুকে পড়েন।

শুধুমাত্র কোচবিহার জেলাতেই ২,৩৮,১০৭ জন ভোটার বিচারাধীন এবং ৮,৪২৬ জন ভোটারের নাম বাতিল করা হয়েছে। এইভাবে নাগরিকদের হয়রানির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ মিছিল ও ডিএম ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত দে, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নাজমা খন্দকার, রিনা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অসিত দে-র নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে দীর্ঘ আলোচনায় দাবি জানান,

আটের পাতায় দেখুন

গ্যাস-সংকট ঃ পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখতে জনগণকে দুর্ভোগে ফেলল বিজেপি সরকার

প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর রাতারাতি নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে ব্যাঙ্কে নোট বদলানোর দীর্ঘ লাইন, আর সেই লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শতাধিক মানুষের মৃত্যু। করোনার সময়ে প্রয়োজনীয় খাবার জোগাড়ের জন্য উদ্বিগ্ন মানুষের ছোটাছুটি। গ্যাসের দোকানে গ্যাসের সঙ্গে আধারের সংযোগের জন্য দীর্ঘ লাইন। তারপর এসআইআরে প্রথমে নাম তুলতে নথি জমা দেওয়ার লাইন, তারপর লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে নামের বানান সংশোধন করতে দীর্ঘ লাইন। সব শেষে খালি সিলিন্ডার নিয়ে গ্যাসের দোকানের সামনে নাগরিকদের দীর্ঘ লাইন।

বাস্তবিক প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চরম পরিকল্পনাহীনতাই দেশের মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলেছে। এ বারের গ্যাস-সংকটেও সরকারের পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। ভারতের গ্যাস সরবরাহের বেশির ভাগটাই আমদানি-নির্ভর। তা আসে মূলত পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে। ইজরায়েল-আমেরিকার ইরানে হামলার এই পরিস্থিতিতে তা প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হলে, দূরদৃষ্টি থাকলে সরকারের মন্ত্রীরা আগে থেকেই বাড়তি গ্যাস মজুত করার কথা ভাবতেন। সে সব কোনও কিছু না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা শুধু বিবৃতি দিয়ে গেছেন যে, গ্যাস কিংবা তেল কোনও কিছুরই কোনও সমস্যা নেই।

বাস্তবে কী ঘটছে? সাধারণ মানুষ প্রয়োজন মতো গ্যাস পাচ্ছেন না। ডিলাররা বুকিং নম্বর অফ করে রেখেছে। গ্যাসের দোকানে বুকিংয়ের লম্বা লাইন। কোথাও খালি সিলিন্ডারের দীর্ঘ লাইন। ঠিক তখনই কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের থেকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, গ্যাস বুকিংয়ের জন্য লাইন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গৃহস্থের জন্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়িতে গ্যাসের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ১৪ মার্চ

গ্যাস-সংকট

একের পাতার পর

এলপিজি সিলিন্ডারের কোনও অভাব নেই। যদি সত্যিই কোনও অভাব না থাকে তবে সিলিন্ডারের জোগানে সরকার রাশ টানছে কেন? কেন প্রথমে ২১ দিন, পরে ২৫ দিনের আগে বুকিং না নেওয়ার কথা বলা হল? গ্রামাঞ্চলে সেই সময়কাল ৪৫ দিন করা হল কেন? গ্রামাঞ্চলে ৪-৫ জনের পরিবারে একটা সিলিন্ডারে কি দেড় মাস চলবে? তার পর কী দিয়ে রান্না হবে? কাঠ, কয়লা কিংবা খড়কুটো দিয়ে? প্রধানমন্ত্রীই তো এক সময়ে দাবি করেছিলেন, উজ্জ্বলা প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি গ্রামের মানুষকে ধোঁয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সরকার এখন মানুষকে কেরোসিনে রান্নার কথা বলছে। অথচ এই সরকারই রেশনে কেরোসিন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। খোলা বাজারেও তা অমিল এবং দাম প্রায় ১০০ টাকার উপর। সাধারণ মানুষের পক্ষে কেনা তো দূরের কথা, তা ছোঁয়াও সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি ছাড়াও এই সবের ফল কী হয়েছে?

প্রথমত, বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কালোবাজারে অনেক বেশি দাম দিয়ে সিলিন্ডার সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি মার খাচ্ছে। কেউ কেউ গৃহস্থের ব্যবহারের সিলিন্ডার বেশি দাম দিয়ে কিনে ব্যবহার করছে। ছোট হোটেল, রেস্তোরাঁ, ফুটপাথের খাবারের দোকানগুলি সিলিন্ডার জোগাড় করতে না পেরে কার্যত বন্ধ হওয়ার মুখে। ফলে দেশ জুড়ে অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারানোর মুখে। স্কুলগুলিতে গ্যাসের অভাবে মিড ডে মিল বন্ধ হতে চলেছে। হাসপাতালগুলিতেও গ্যাসের জোগানে সংকট দেখা দিয়েছে। গৃহস্থ এবং ছোট সংস্থাগুলির এই সংকটের সময়ে সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কার্যত ঠাণ্ডা ঘরে বসে বাণী দিচ্ছেন, বুকিংয়ের আড়াই দিনের মধ্যেই গ্যাস পেয়ে যাবেন। এই শুকনো আশ্বাসে কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সিলিন্ডার হাতে লম্বা লাইনই তার প্রমাণ। অশক্ত দেহ বৃদ্ধ থেকে সাধারণ মানুষ কাজকর্ম বন্ধ রেখে গ্যাসের দোকানের সামনে লাইন দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাস্তবে বর্তমান গ্যাস-সংকট মোদি সরকারের অপদার্থতার এক বিরাট নজির হয়ে থাকবে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল হামলা শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই গৃহস্থের গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা বাড়িয়ে দিল। মাত্র ১১ মাস আগেই সরকার তা বাড়িয়েছিল ৫০ টাকা। যে রান্নার গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অজুহাতে একটা গণতান্ত্রিক সরকার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর তার বোঝা চাপাতে পারে? একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রথমে তো চেষ্টা করবে যাতে জনগণের উপর বোঝা চাপাতে না হয়। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর সময় থেকেই রাশিয়া থেকে ভারত অতি সস্তা দরে জ্বালানি তেল নিয়ে আসছে। ফলে বিপুল টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সেই কম দামের কোনও সুবিধা দেশের সাধারণ মানুষকে পেতে দেওয়া হয়নি। সরকার অজুহাত দিয়েছিল, কোনও কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে যাতে দেশীয় বাজারে দাম বাড়াতে না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। অথচ আজ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কিছুটা বাড়তেই সরকার তার সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে বাড়তি দামের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিল। তা ছাড়া সরকার জানিয়েছে, দেশে এলপিজি-র উৎপাদন ৫ মার্চের পর থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। তা হলে দেশে উৎপাদিত সেই গ্যাস কেন সাধারণ মানুষ আগের দামে পাবে না?

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছরে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ হিসাবের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে। সেই সরকার দেশের মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি জর্জরিত সাধারণ মানুষের জন্য সামান্য ভরতুকিটুকু কোষাগার থেকে দেবে না কেন?

হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরান তার বিরোধী দেশগুলির জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতের তেল-গ্যাসের জাহাজগুলিও আটকে পড়েছে। ইরান ভারতের বহু দিনের মিত্র। তা হলে ভারতের প্রতি সে দেশের এই শত্রুতামূলক আচরণ কেন? বাস্তবে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ইরানকে শত্রু দেশে পরিণত করেছে ভারত নিজেই। আমেরিকা এবং ইজরায়েলে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির ব্যবসায়িক স্বার্থে এক দিকে স্বৈরাচারী ট্রাম্প এবং অন্য দিকে প্যালেস্টাইনে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আন্তর্জাতিক ভাবে সাব্যস্ত এবং আগ বাড়িয়ে ইরানে হামলা চালানো ইজরায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে ভারত। আম্বানিদের বিপুল ব্যয়ে তৈল শোধনাগার তৈরির খবর এবং ইজরায়েলে আদানি সহ দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের বিপুল বিনিয়োগই প্রমাণ করে যে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থের পায়ে বলি দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ভারতের সাধারণ মানুষ কি মোদি সরকারের এই স্বেচ্ছাচার চুপচাপ মেনে নেবে?

২৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

একের পাতার পর

ঘন ঘন নির্দেশিকা বদল, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে অসংখ্য বৈধ নাগরিককে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু, মহিলা, মতুয়া সম্প্রদায়, আদিবাসী ও গরিব মানুষকে নোটিশ ধরিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, তার মধ্যে বিচারপতি, বিএলও, প্রাক্তন সাংসদ, সচিব রয়েছেন। এঁদের সকলকে বিজেপি রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকি দিয়ে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। অন্য দিকে এসআইআরের আতঙ্ক ও মানসিক চাপে বিএলও সহ দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু এবং আত্মহত্যার মতো বহু ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি হিন্দুদের রক্ষাকর্তা সাজতে চাইলেও মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করল না। এক দিকে সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও প্রশাসন দলদাসে পরিণত। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় শাসক বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন সমস্ত রীতি-নিয়ম ভেঙে নানা নির্দেশ জারি করছে। এমনকি মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়ার মতো নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে।

রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা সরাসরি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হয়রানি, নির্যাতন এমনকি হত্যা করার জন্য উগ্র ধর্মান্ধ দলীয় বাহিনীকে যে ভাবে উস্কানি দিচ্ছেন তা নজিরবিহীন, যার সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এই বাংলায় একদিন রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নজরুল ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, আর আজ একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মগ্রন্থ পাঠকেও নির্বাচনী দ্বন্দ্বে ব্যবহার করছে শাসক দলগুলি। এর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ কিংবা ভক্তির চিহ্নমাত্র নেই। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার স্বার্থে একদিকে জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা ও মহাকাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে, অন্য দিকে মুসলিম ভোটের জন্য বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় আতঙ্কিত মুসলমান জনগণের কাছে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী একটি 'সম্প্রদায়' ঐক্যবদ্ধ হলে কী ঘটতে পারে, সেই ভয় দেখিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তার পাল্টা 'বেছে বেছে হিসাব নেওয়ার' হুমকি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার দুই ব্যক্তি এই ভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

এরই সাথে আমরা দেখছি, পুঁজিপতিদের সীমাহীন শোষণে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ। মূল্যবৃদ্ধির চাপে মানুষের জীবনে ভয়াবহ অবস্থা। সারা দেশের সাথে এ রাজ্যের বেকার সমস্যা সর্বকালের রেকর্ড স্পর্শ করেছে। দীর্ঘদিনের স্কিম ওয়ার্কারদের ন্যায়সঙ্গত দাবি কেন্দ্র, রাজ্য কোনও সরকারই মানছে না। চা বাগানের শ্রমিকরা চরম বঞ্চিত। অসহায় চা বাগান শ্রমিকের ঘরের মেয়েরা দলে দলে পাচার চক্রের শিকার হচ্ছেন। সামান্য মজুরিতে, এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা কাজ পাওয়ার জন্য রাজ্যে রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে যুবকরা। শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী

পাঁচের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলার রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড মানব দাশগুপ্ত ১ মার্চ ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। পারিবারিক সূত্রে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র অবস্থায় দমদম মতিঝিল কলেজে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি এআইডিএসও গড়ে তোলার কাজ করেন। চাকরি জীবনে এ আই ইউ টি ইউ

সি পরিচালিত সিএমডিএ কর্মচারী ইউনিয়ন পরিচালনায় তিনি দায়িত্বশীল ও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। আশির দশকে সিপিএমের প্রবল বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এলাকায় পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সাহসী এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এলাকায় নানা নাগরিক সমস্যা নিয়ে তিনি সচেতন এবং সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে গেছেন। অসুস্থতার মধ্যেও এলাকায় নাগরিক কমিটি পরিচালিত আন্দোলনে তিনি দীর্ঘদিন নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত হন। নাগরিক কমিটির অফিসে সদস্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন। কেষ্টপুরে দলের আঞ্চলিক অফিসে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন সহ পার্টির জেলা ও লোকাল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মরদেহে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৫ মার্চ কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লীতে কমরেড মানব দাশগুপ্তর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড মানব দাশগুপ্ত লাল সেলাম

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দলের আসানসোল লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সোনারাম পিঙ্গুয়া দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে আসানসোলে রেলের ডিভিশনাল হাসপাতাল ও পরে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগের পর ১০ মার্চ রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কমরেড সোনারাম ছিলেন স্বল্পভাষী, নির্ভীক ও দরদি মনের কর্মী। তিনি ছিলেন দলের নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল, পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সেই আস্থা সঞ্চারিত করেছিলেন। এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে ইআরএমইউ ইউনিয়নের কাজ করতে গিয়ে সেখানে তাঁর সহানুভূতিশীল মন, অমায়িক ব্যবহারে তাঁর সহকর্মীরা প্রভাবিত হন। অনেকেই তাঁর এই চরিত্রের কারণেই দলের প্রতিও আকৃষ্ট হন। ওই ইউনিয়নের নেতা থেকে কর্মী অনেকেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর মরদেহ দুর্গাপুরে দলের জেলা কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি ওই ইউনিয়নের বেশ কিছু নেতা-কর্মীও উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার, ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক দেব, রাজ্য কমিটির অন্যতম সহসভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী সহ দলের ও গণসংগঠনের নেতা-কর্মীরা সজল চোখে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানান ইআরএমইউ কেন্দ্রীয় অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি ও আসানসোল ডিভিশন-২ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রবীণ কুমার ঝা ও পি এন রাম। তাঁর শেষযাত্রা আসানসোলে ইআরএমইউ অফিস হয়ে তাঁর কর্মস্থল হাসপাতালে পৌঁছতেই সেখানে প্রতীক্ষায় থাকা সহকর্মীরা চোখের জলে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর আসানসোলের বাড়ি হয়ে মরদেহ তাঁদের চাঁইবাসার গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। তাঁর মৃত্যুতে দল ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হারাল একজন একনিষ্ঠ সংগ্রামী কর্মীকে।

কমরেড সোনারাম পিঙ্গুয়া লাল সেলাম

মজুরি প্রথার অবসান চাই

কার্ল মার্ক্স

১৪ মার্চ শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির দিশারি মহান কার্ল মার্ক্সের ১৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে তাঁরই লেখা 'মূল্য, দাম ও মুনাফা'র (১৮৬৫) একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

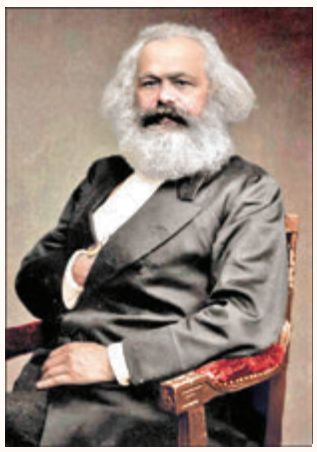

"শ্রমের সঙ্গে যন্ত্র অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা করছে এবং অনেক সময়েই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হয় তখনই যখন শ্রমের দাম একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছায়। কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োগ হল শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির বহু পদ্ধতির একটি। এই একই যে ঘটনা একদিকে সাধারণ শ্রমকে আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তুলছে, তাই আবার অন্য দিকে দক্ষ শ্রমকেও সরল করে তোলে ও এইভাবে তার মূল্য হ্রাস করে।

এই একই নিয়ম কার্যকরী হয় অন্য ভাবেও। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মজুরি সত্ত্বেও পুঁজি সঞ্চয়ের গতি ত্বরান্বিত হবে। ...

... কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন যে, পুঁজির দ্রুততর সঞ্চয় শ্রমের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে মজুরদের অনুকূলেই পাল্লা ঝোঁকাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বহু সমসাময়িক লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন— গত বিশ বছরে ইংরেজ জনসংখ্যার চেয়ে ইংরেজ পুঁজি অত বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও মজুরি তত বেশি বৃদ্ধি পেল না কেন? কিন্তু সঞ্চয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির সংবিন্যাসেরও একটা ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। মোট পুঁজির যে অংশটা গঠিত স্থির পুঁজি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, সমস্ত রকমের উৎপাদনের উপায় দিয়ে, সেই অংশটা পুঁজির অন্য যে-অংশ মজুরির জন্য বা শ্রম ক্রয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় তার তুলনায় উত্তরোত্তর বেশি করে বৃদ্ধি পায়। ...

... শিল্পোন্নতির পথে শ্রমের চাহিদা পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। চাহিদাও বাড়তে থাকবে, কিন্তু পুঁজি-বৃদ্ধির তুলনায় তা বাড়বে ক্রমক্ষীয়মান হারে। ...

আধুনিক শিল্পের বিকাশলাভের ঘটনাটাই যে মজুরের বিপক্ষে আর পুঁজিপতির সপক্ষে উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে পাল্লা ভারি করবে আর সেইহেতুপুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হবে গড়পড়তা মজুরির মান বাড়ানোর দিকে নয়, কমানোর দিকে, অথবা শ্রমের মূল্যকে কমবেশি তার ন্যূনতম সীমায় ঠেলে দেওয়ার দিকেই, তা দেখাবার পক্ষে উপরের কথা ক'টিই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় ঘটনার প্রবণতা যখন এই দিকে তখন তার অর্থ কি এই যে মজুরদের উচিত পুঁজির জবরদস্তির বিরুদ্ধেতাদের প্রতিরোধ বন্ধ করা ও তাদের সাময়িক উন্নতির জন্য কালে-ভদ্রে যে সুযোগ মেলে তার যথাসাধ্য সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া? মজুরেরা যদি তাই করে তা হলে তারা এক উদাসীন হতভাগ্য দলের সমস্তরে নেমে যাবে, মুক্তির কোনও আশা যাদের নেই। মনে হয় আমি দেখাতে পেরেছি যে, মজুরির মানের জন্য তাদের সংগ্রামের ঘটনাগুলি সমগ্র মজুরি-প্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ১০০-র মধ্যে ৯৯টি ক্ষেত্রেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য তাদের সংগ্রামটা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট শ্রম-মূল্যটা বজায় রাখার চেষ্টামাত্র। আর নিজেদের যে পণ্য হিসেবে বেচতে হয় এই অবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিপতির সঙ্গে তাদের শ্রমের দর নিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজন। পুঁজির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে তারা যদি কাপুরুষের মতো নতিস্বীকার করে, তা হলে নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোনও আন্দোলনের উদ্বোধনে তারা নিজেদের অযোগ্য বলেই প্রতিপন্ন করবে।

সেই সঙ্গে মজুরি-প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে মজুরদের দাসত্ব নিহিত রয়েছে, তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিক শ্রেণির প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে ফলাফলের সঙ্গে, ওই ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়। তারা নিম্নগতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না।

সুতরাং পুঁজির অবিরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যে সব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্ত ভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপরে চাপাক না কেন, সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক রূপ সৃষ্টি করছে। 'ন্যায্য শ্রম-দিবসের জন্য ন্যায্য মজুরি!'— এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই বিপ্লবী মন্ত্র মুদ্রিত করা 'মজুরি প্রথার অবসান চাই!"

সন্তানকে খাওয়াতে পাঁচ মিনিট ছুটিও পায় না আজকের পার্বতীয়ারা

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস

১৮৬৩ সালের জুন মাসে লন্ডনের খবরের কাগজগুলোতে নামী বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কুড়ি বছর বয়সি মেরি অ্যান ওয়াকলি-র মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছিল। কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ক্যাপিটাল' বইতে এই মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন— মেরিকে দৈনিক গড়ে সাড়ে ষোলো ঘণ্টা কাজ করতে হত, বিশেষ বিশেষ সময় কোনও বিরতি ছাড়াই তিনি তিরিশ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হতেন, শরীরটাকে চালানোর জন্যে এক আধবার জুটত শুধু একটু কফি বা পানীয়। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের নাচের পোশাক বানানোর জন্য এই সময় মেরি আরও ষাটজন মেয়ের সাথে টানা সাড়ে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছিলেন একটা ঘুপচি ঘরের মধ্যে। একটি ঘরকে পার্টিশন দিয়ে ভাগ করে করে যে দম আটকানো গর্তের মতো জায়গা করা হয়েছিল, সেখানেই মেরিদের তিরিশ জনকে ঘুমোতে হত। ডাক্তার ডাকা হলে মেরির মৃতদেহ পরীক্ষা করে তিনি রিপোর্ট দেন— ভিড়ে ঠাসা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কাজ করা এবং বদ্ধ পরিবেশে ঘুমোনোই মৃত্যুর কারণ।

আমাদের ভারতে, ছাব্বিশ বছরের অ্যানা সেবাস্টিয়ান পেরাইল মারা গেলেন ২০২৪ এর জুলাইতে। অ্যানাকে মেরির মতো বদ্ধ ঘরে কাজ করতে হয়নি, ঝাঁ-চকচকে কর্পোরেট অফিসই মাস চারেকের মধ্যে অ্যানার জীবনের আলো-বাতাস কেড়ে নিয়েছে। একটি নামী কোম্পানির পুণের অফিসে কাজ পেয়ে মেধাবী ছাত্রী অ্যানা ছিলেন খুশিতে ভরপুর, ভেবেছিলেন অফিসের অতিরিক্ত কাজের চাপ পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে সামলে উঠতে পারবেন। কিন্তু পারলেন না। অফিসের সময়ের বাইরে যখন-তখন, এমনকি মাঝরাতেও ফোন আসতে লাগল ক্রমাগত আরও কাজ আরও বেশি কাজের চাপ দিয়ে। সর্বক্ষণ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াতো অফিসের ডেডলাইন। ঠিক সময়ে না খাওয়া, ঘুমোতে না পারা, দিনের পর দিন মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক চাপ একটি তরতাজা মেয়ের জীবন কেড়ে নিল। অ্যানার শোকস্তব্ধ মা কোম্পানির কর্তাদের উদ্দেশে একটি চিঠিতে লিখেছেন— ওভার-ডিউটি করাটাকে খুব ভালো জিনিস দেখাতে গিয়ে কর্মচারীদের প্রাণকে কোম্পানি বিপন্ন করছে, মুনাফার জন্য তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এ যে একটি কোম্পানির ঘটনা বা বিশেষ কোনও ব্যক্তিমালিকের অমানবিকতার প্রশ্ন নয়, তা বোঝার জন্য খুব কষ্ট করতে হয় না। বিভিন্ন নামী কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীও কাজের চাপে মানসিক অবসাদে ভুগছেন বা আত্মহত্যা করেছেন এমন খবর এখন অনেক শোনা যায়, যেগুলো আসলে অমানবিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা সংগঠিত এক একটি হত্যা।

মেরি অ্যান ওয়াকলি আর অ্যানা সেবাস্টিয়ান পেরাইলের মধ্যে একশো একষট্টি বছরের ব্যবধান, ব্যবধান আর্থিক অবস্থার, শিক্ষাগত যোগ্যতারও। এই দেড় শতক জুড়ে নিজেদের অধিকারের দাবি নিয়ে মেয়েরা কম লড়েননি। মেরির সময় মেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ যেটুকু পেতেন, অ্যানারা তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার পরেও এই সমাজ অ্যানাকে বাঁচতে দেয়নি। সেদিনের মেরি আর আজকের অ্যানার মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যায়, কারখানার শ্রমিক থেকে সাদা কলারের চাকরিজীবী— ভয়ঙ্কর শোষণের শিকার সকলেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আছে সংসার-সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় দায়ভার, আছে যৌন হয়রানি, পুরুষের চোখরাঙানি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা'-র চটকলের শ্রমিক পার্বতীয়া কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর জন্য পাঁচ মিনিট ছুটিও পেত না কারখানায়, তাই ছেলের মুখে আফিঙ গুঁজে দিয়ে কাজে যেত পার্বতীয়া, ছেলে কাঁদত না, ঘুমাতো মড়ার মতো। আর বছরখানেক আগে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ কনস্টেবল রীনা শিশুসন্তানকে বুকে বেঁধে কুম্ভমেলার ভিড়ে ঠাসা স্টেশনে সারাদিন ডিউটি করলেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত মায়ের শিশুসন্তানের দায়িত্ব তাঁর একার, পুলিশ-প্রশাসন-রাষ্ট্রের নয়। বরং এক মায়ের এই অসহায় বাধ্যতাকে 'মাতৃত্বের মহিমা' বলে প্রচার করতে নেমেছিল মিডিয়ার একাংশ, যাতে রাষ্ট্রের অমানবিকতা আড়াল করা যায়। আর যে মায়েরা সন্তানকে পিঠে বেঁধে ভারা বেয়ে উঠছেন, হাঁটুজলে নেমে মীন ধরছেন, যাঁরা পাথর খাদানে কাজ করছেন, কোলের বাচ্চাকে রেখে ভোরের ট্রেন ধরে শহরে আসছেন যে মাসিপিসিরা, যে আশাদিদিরা নামমাত্র ভাতায় উদয়াস্ত খেটেও মাসের পর মাস বকেয়া টাকা পাচ্ছেন না, যে মহিলারা সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করার পর রাত জেগে বিড়ি বেঁধে ফুসফুসে টানছেন তামাক গুঁড়ো আর কেন্দুপাতার বিষাক্ত হাওয়া— তাঁদের রোজনামচা জুড়ে আরও ভয়ানক বঞ্চনা, অন্যায় আর চোখের জলের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। এর পরে রইলেন সেই মা-বোনেরা, যাদের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস প্রতি রাতে মিশে যায় শহর-গঞ্জের অন্ধকারময় গলিতে। রইল নির্ভয়া-অভয়া-অপরাজিতার মতো অগুন্তি অকালে বুজে যাওয়া চোখ, যাদের রক্ত লেগে আছে এই কলকাতা, কামদুনি, কাঠুয়া, দিল্লি, উন্নাও, হাথরসের পথে পথে। সমাজমাধ্যমে এবং সংবাদপত্রে চোখ রাখলে মনে হয়, এইসব হিংস্র শ্বাপদের কাছে যেন নারীশরীর মাত্রই খাদ্য, সদ্যোজাত শিশুকন্যা থেকে অশীতিপর বৃদ্ধা রেহাই নেই কারও! সমাজটা মানুষের, অথচ ঘরে, বাইরে, বাসে-ট্রামে, কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ঠিকানা নেই একটি মেয়েরও।

এই সমস্ত ব্যথা এবং না পাওয়া নিয়েই সময়ের নিয়মে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস আসে প্রতি বছর। আমাদের মনে পড়ে, মেরি ওয়াকলির মতো হাজার হাজার নারী শ্রমিক ১৯০৮-এর ৮ মার্চ নিউইয়র্কের রাস্তায় জমায়েত করে কাজের পরিবেশ উন্নত করা, কাজের সময় কমানোর দাবি জানাচ্ছেন। ১৯১০-এ কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান লেবার পার্টির নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারীর ওপর শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ৮

ছয়ের পাতায় দেখুন

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার
১) হিতেন বর্মন (মেখলিগঞ্জ)
২) বিকাশ বর্মন (মাথাভাঙা)
৩) স্বপন কুমার বর্মন (কোচবিহার উত্তর)
৪) সুমন পণ্ডিত (কোচবিহার দক্ষিণ)
৫) জগদীশ চন্দ্র অধিকারী (শীতলকুচি)
৬) বীণাপাণি রায় (সিতাই)
৭) আজিজুল হক (দিনহাটা)
৮) আবদুস সালাম (নাটাবাড়ি)
৯) ভোলা সাহা (তুফানগঞ্জ)

আলিপুরদুয়ার
১০) নাম পরে জানানো হবে (কালচিনি)
১১) পীযূষ কান্তি শর্মা (আলিপুরদুয়ার)
১২) উকিল চন্দ্র ভুঁইমালি (ফালাকাটা)
১৩) গোপাল খেশ (মাদারিহাট)

জলপাইগুড়ি
১৪) প্রিয়া রায় (ধূপগুড়ি)
১৫) শ্যামল রায় (ময়নাগুড়ি)
১৬) যশোদা বর্মন (জলপাইগুড়ি)
১৭) অনন্ত রায় (রাজগঞ্জ)
১৮) শিবনাথ ওরাওঁ (মাল)
১৯) রাজেশ ওরাওঁ (নাগরাকাটা)

দার্জিলিং
২০) রেনুকা রায় (ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি)
২১) লক্ষ্মী দাস (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি)
২২) ডাঃ শাহরিয়ার আলম (শিলিগুড়ি)
২৩) প্রকাশ লাকরা (ফাঁসিদেওয়া)

উত্তর দিনাজপুর
২৪) বীরেন্দ্রনাথ সিংহ (ইসলামপুর)
২৫) নবীন চন্দ্র সিংহ (গোয়ালপোখর)
২৬) পরে জানানো হবে (চাকুলিয়া)
২৭) সুশান্ত সিংহ (করণদিঘি)
২৮) দিলীপ দেবনাথ (হেমতাবাদ)
২৯) ধুলেশ বর্মন (কালীগঞ্জ)
৩০) মাধবীলতা পাল (রায়গঞ্জ)
৩১) তপন দাস (ইটাহার)

দক্ষিণ দিনাজপুর
৩২) যোগেন হেমব্রম (কুমারগঞ্জ)
৩৩) নমিতা মহন্ত (বালুরঘাট)
৩৪) বিকাশ নোনা (তপন)
৩৫) অমৃত বর্মন (গঙ্গারামপুর)
৩৬) ললিত ওরাওঁ (হরিরামপুর)

মালদা
৩৭) বিমল মুর্মু (হাবিবপুর)
৩৮) সুপেন কুমার রায় (গাজল)
৩৯) ঝন্টু কুমার রবিদাস (চাঁচল)
৪০) মুশারফ হোসেন (হরিশ্চন্দ্রপুর)
৪১) গৌতম সরকার (ইংলিশ বাজার)
৪২) আনন্দ ঘোষ (বৈষ্ণব নগর)
৪৩) বাসুদেব সরকার (মালদা)

মুর্শিদাবাদ
৪৪) রবিউল হক (সামসেরগঞ্জ)
৪৫) অনুপ সিনহা (সুতি)
৪৬) মির্জা নাসিরুদ্দিন (জঙ্গিপুর)
৪৭) রবিউল আলম (রঘুনাথগঞ্জ)
৪৮) মির্জা লুতফল হক (সাগরদিঘি)
৪৯) মুনতাসির জামিল (লালগোলা)
৫০) ওমর খৈয়াম (ভগবানগোলা)
৫১) শ্যামল মণ্ডল (রানিনগর)
৫২) মিলিয়া সাজেম (মুর্শিদাবাদ)
৫৩) বরুণ মণ্ডল (নবগ্রাম)
৫৪) শ্রীকান্ত দাস (কান্দি)
৫৫) বাবর আলি (রেজিনগর)
৫৬) সরিফুল ইসলাম (বেলডাঙা)
৫৭) দিলীপ দাস (বহরমপুর)
৫৮) আবু সায়ীদ খন্দকার (হরিহরপাড়া)
৫৯) আবদুস সালাম (নওদা)
৬০) আয়েশা সিদ্দিকা (ডোমকল)
৬১) এনামুল হক (জলঙ্গি)

নদিয়া
৬২) ধনপতি মণ্ডল (করিমপুর)
৬৩) নাজমুল আনসারি (তেহট্ট)
৬৪) আনারুল হক (পলাশিপাড়া)
৬৫) মহিউদ্দিন মণ্ডল (কালীগঞ্জ)
৬৬) মশিকুর রহমান (নাকাশিপাড়া)
৬৭) মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল (চাপড়া)
৬৮) জয়দীপ চৌধুরী (কৃষ্ণনগর উত্তর)
৬৯) প্রবীর দে (কৃষ্ণনগর দক্ষিণ)
৭০) অপর্ণা গুহ (রানাঘাট উত্তর পশ্চিম)
৭১) অসিত বরণ বিশ্বাস (কৃষ্ণগঞ্জ)
৭২) জগদীশ মণ্ডল (রানাঘাট উত্তর পূর্ব)
৭৩) ননী গোপাল মিস্ত্রী (রাণাঘাট দক্ষিণ)
৭৪) অর্চনা ভট্টাচার্য (চাকদহ)
৭৫) প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (কল্যাণী)

উত্তর ২৪ পরগণা
৭৬) বিপ্লব দাস (হরিণঘাটা)
৭৭) স্বপন মণ্ডল (বাগদা)
৭৮) শ্যামসুন্দর হালদার (বনগাঁ উত্তর)
৭৯) রবীন্দ্রনাথ বারুই (বনগাঁ দক্ষিণ)
৮০) শিবানী মজুমদার (গাইঘাটা)
৮১) প্রবোধ সরকার (হাবড়া)
৮২) তারক দাস (অশোকনগর)
৮৩) কামাল উদ্দিন (আমডাঙা)
৮৪) অভিজিৎ মুখার্জী (বারাসাত)
৮৫) সাদেক মণ্ডল (দেগঙ্গা)
৮৬) অজিত মণ্ডল (স্বরূপনগর)
৮৭) নিতাই কৃষ্ণ পাল (বাদুড়িয়া)
৮৮) হিরণ্ময় মণ্ডল (বসিরহাট দক্ষিণ)
৮৯) অপর্ণা বিশ্বাস (মধ্যমগ্রাম)
৯০) সীমা নন্দী (বীজপুর)
৯১) সঞ্জয় রায় (নৈহাটি)
৯২) সুজিত বোস (ভাটপাড়া)
৯৩) প্রণব চৌধুরী (জগদ্দল)
৯৪) চন্দ্রশেখর চৌধুরী (পানিহাটি)
৯৫) অমল সেন (ব্যারাকপুর)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা
৯৬) হরিপদ মণ্ডল (গোসাবা)
৯৭) মিলন বিশ্বাস (বাসন্তী)
৯৮) রামপ্রসাদ মিস্ত্রি (ক্যানিং পশ্চিম)
৯৯) পরে জানানো হবে (ক্যানিং পূর্ব)
১০০) নারায়ণ চন্দ্র হালদার (পাথরপ্রতিমা)
১০১) ঝন্টু মাইতি (কাকদ্বীপ)
১০২) অনুপম পানি (সাগর)
১০৩) যমুনা তাঁতি (কুলপী)
১০৪) নিরঞ্জন নস্কর (জয়নগর)
১০৫) জয়দেব নস্কর (বারুইপুর পূর্ব)
১০৬) প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী রিন্টুদা (বারুইপুর পশ্চিম)
১০৭) শঙ্কর নস্কর (কুলতলী)
১০৮) গুণসিন্ধু হালদার (রায়দিঘি)
১০৯) শিশির মণ্ডল (মন্দিরবাজার)
১১০) সোমনাথ নস্কর (মগরাহাট পূর্ব)
১১১) গোরা জমাদার (মগরাহাট পশ্চিম)

কলকাতা
১১২) শম্পা সরকার (কসবা)
১১৩) অধ্যাপক দেবব্রত বেরা (যাদবপুর)
১১৪) অনিন্দ্য রায়চৌধুরী (সোনারপুর উত্তর)
১১৫) সুমিতা ব্যানার্জী মুখার্জী (টালিগঞ্জ)
১১৬) আশীষ সামন্ত (বেহালা পূর্ব)
১১৭) সঞ্জয় বিশ্বাস (বেহালা পশ্চিম)
১১৮) সঙ্গীতা ভক্ত (মহেশতলা)
১১৯) বাসুদেব কাবড়ি (বজবজ)
১২০) রীণা রায় (মেটিয়াবুরুজ)
১২১) শ্রীচাঁদ বিন্দ (কলকাতা পোর্ট)
১২২) অনুমিতা সাউ (পানি) (ভবানীপুর)
১২৩) দিলীপ হালদার (রাসবিহারী)
১২৪) আয়সানুল হক (বালিগঞ্জ)
১২৫) প্রবীর শীল (চৌরঙ্গী)
১২৬) ডাঃ সামস মুসাফির (এন্টালি)
১২৭) মানস মুখার্জী (বেলেঘাটা)
১২৮) ডাঃ অংশুমান মিত্র (জোড়াসাঁকো)
১২৯) অধ্যাপক গৌরাঙ্গ খাটুয়া (শ্যামপুকুর)
১৩০) সুবীর সামন্ত (মানিকতলা)
১৩১) ডাঃ নীলরতন নাইয়া (কাশীপুর বেলগাছিয়া)
১৩২) নীরেন কর্মকার (দমদম)
১৩৩) সুনীল নস্কর (রাজারহাট নিউটাউন)
১৩৪) উমা পণ্ডা (বিধাননগর)
১৩৫) উত্তম পাল (সাতগাছিয়া)
১৩৬) মিনতি মিত্র (সোনারপুর দক্ষিণ)
১৩৭) সুপ্রিয় ভট্টাচার্য (বরানগর)
১৩৮) সুবীর চৌধুরী (রাজারহাট গোপালপুর)

হাওড়া
১৩৯) পুতুল চৌধুরী (বালি)
১৪০) শ্রীরূপ দাস (হাওড়া মধ্য)
১৪১) কার্তিক শীল (শিবপুর)
১৪২) রীতা ঘোষাল (হাওড়া দক্ষিণ)
১৪৩) সুখেন মণ্ডল (উলুবেড়িয়া পূর্ব)
১৪৪) জয়ন্ত খাটুয়া (উলুবেড়িয়া দক্ষিণ)
১৪৫) অলোক দলপতি (শ্যামপুর)
১৪৬) বিশ্বনাথ বেরা (বাগনান)
১৪৭) সঞ্জীব সাঁতরা (আমতা)

গণআন্দোলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। বাঁ দিকের ছবি ঃ ২১ জানুয়ারি ২০২৫। ডান দিকে ঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। কলকাতা

পাঁচের পাতায় দেখুন

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী তালিকা

চারের পাতার পর

হুগলি

১৪৮) তপন চৌধুরী (উত্তরপাড়া)
১৪৯) সমীর সরকার (শ্রীরামপুর)
১৫০) সুকান্ত পোড়েল (সিঙ্গুর)
১৫১) শুকদেব বিশ্বাস (বলাগড়)
১৫২) শ্যামলী কুমার (পাণ্ডুয়া)
১৫৩) বিশ্বনাথ ঘোষ (হরিপাল)
১৫৪) পরে জানানো হবে (চন্দননগর)

পূর্ব মেদিনীপুর

১৫৫) অরুণ জানা (তমলুক)
১৫৬) আনন্দ হাণ্ডা (পাঁশকুড়া পূর্ব)
১৫৭) স্নেহলতা সাহু (পাঁশকুড়া পশ্চিম)
১৫৮) জগদীশ মাইতি (ময়না)
১৫৯) সৌমিত্র পট্টনায়ক (নন্দকুমার)
১৬০) তপন মাইতি (মহিষাদল)
১৬১) শুভেন্দু শেখর দাস (হলদিয়া)
১৬২) বিমল কুমার মাইতি (নন্দীগ্রাম)
১৬৩) রীতা ভৌমিক (চণ্ডীপুর)
১৬৪) সূর্যেন্দু পাত্র (পটাশপুর)
১৬৫) সুভাষ পয়রা (কাঁথি উত্তর)
১৬৬) গোপাল পাত্র (ভগবানপুর)
১৬৭) পবিত্র মণ্ডল (খেজুরি)
১৬৮) রফিকুল ইসলাম (কাঁথি দক্ষিণ)
১৬৯) নারায়ণ বর্মন (রামনগর)
১৭০) সনাতন গিরি (এগরা)

ঝাড়গ্রাম

১৭১) কালীচরণ বেসরা (নয়াগ্রাম)
১৭২) ধর্মপাল বিশুই (গোপীবল্লভপুর)
১৭৩) সুভাষ সিংহ (ঝাড়গ্রাম)
১৭৪) রাজীব মুদি (বিনপুর)

পশ্চিম মেদিনীপুর

১৭৫) সুভাষ দাস (দাঁতন)
১৭৬) সুনীল সিং (কেশিয়াড়ি)
১৭৭) শ্যামাপদ জানা (নারায়ণগড়)

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে দলের ডাকে মহিলা মিছিল

১৭৮) সুরঞ্জন মহাপাত্র (খড়গপুর সদর)
১৭৯) তপন শাসমল (সবং)
১৮০) শিশির মান্না (পিংলা)
১৮১) অক্ষয় খান (খড়গপুর)
১৮২) দীপঙ্কর মাইতি (ডেবরা)
১৮৩) অঞ্জন জানা (চন্দ্রকোণা)
১৮৪) তাপস মিশ্র (গড়বেতা)
১৮৫) ঝর্ণা জানা (শালবনী)
১৮৬) হারাধন সিং (কেশপুর)
১৮৭) সুশ্রীতা সোরেন (মেদিনীপুর)
১৮৮) নাড়ুগোপাল দোলোই (ঘাটাল)
১৮৯) জগদীশ মণ্ডল অধিকারী (দাসপুর)

পুরুলিয়া

১৯০) পরে জানানো হবে (বান্দোয়ান)
১৯১) ভোলানাথ মুর্মু (বলরামপুর)
১৯২) পরিতোষ সিং বাবু (বাঘমুণ্ডি)
১৯৩) সুফল কুমার (জয়পুর)
১৯৪) শোভা মাহাত (পুরুলিয়া)
১৯৫) স্বপন মুর্মু (মানবাজার)
১৯৬) দীপক মাহাতো (কাশীপুর)
১৯৭) জগন্নাথ বাউরী (পাড়া)
১৯৮) অনিল বাউরী (রঘুনাথপুর)

বাঁকুড়া

১৯৯) দীপেন বাউরী (শালতোড়া)
২০০) অবিনাশ হাঁসদা (ছাতনা)
২০১) রঞ্জনলাল টুডু (রানিবাঁধ)
২০২) গুণারাম হাঁসদা (রায়পুর, বাঁকুড়া)
২০৩) শুভেন্দু মাহাত (তালডাংরা)
২০৪) লীনা ঘোষ (বাঁকুড়া)
২০৫) প্রদীপ বাউরী (বড়জোড়া)
২০৬) মাগারাম ঘোষ (ওন্দা)
২০৭) শশীভূষণ ব্যানার্জী (বিষ্ণুপুর)

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় ট্রাক্টর মিছিল ২৬ জানুয়ারি, ২০২১

২০৮) মোহন সাঁতরা (কোতুলপুর)
২০৯) দিলীপ সাহা (সোনামুখী)

পূর্ব বর্ধমান

২১০) অধ্যাপিকা ঝর্ণা পাল (বর্ধমান দক্ষিণ)
২১১) অতসী পাকড়ে (জামালপুর)
২১২) নীলরতন বিশ্বাস (কালনা)
২১৩) অপূর্ব চক্রবর্তী (কাটোয়া)
২১৪) সত্যনারায়ণ মণ্ডল (কেতুগ্রাম)
২১৫) রসিক সোরেন (মঙ্গলকোট)
২১৬) মনসা মেটে (আউশগ্রাম)
২১৭) প্রভাত মাঝি (পূর্বস্থলী দক্ষিণ)

পশ্চিম বর্ধমান

২১৮) দনা গোস্বামী (পাণ্ডবেশ্বর)
২১৯) কিরণময়ী মণ্ডল (দুর্গাপুর পূর্ব)
২২০) সোমনাথ ব্যানার্জী (দুর্গাপুর পশ্চিম)
২২১) অনুপ ভট্টাচার্য (আসানসোল দক্ষিণ)
২২২) কল্লোল রায় (আসানসোল উত্তর)
২২৩) দেবসর বেসরা (বারাবনি)

বীরভূম

২২৪) নিতাই অঙ্কুর (সিউড়ি)
২২৫) সমরজিৎ বর্মন (বোলপুর)
২২৬) নব কুমার দাস (সাঁইথিয়া)
২২৭) ফরিদা ইয়াসমিন (রামপুরহাট)
২২৮) সুবর্ণ মাল (হাসন)
২২৯) মার্শাল হেমব্রম (নলহাটি)
২৩০) বাঞ্ছারাম মাল (মুরারই)

** কেন্দ্র ও প্রার্থীদের নাম দলের সাংগঠনিক জেলা অনুযায়ী দেওয়া হল*

বিধানসভা নির্বাচন

দুয়ের পাতার পর

শ্রমিকদের অশেষ লাঞ্ছনা এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতাতে বদ্ধ গোডাউনে জীবন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন মোমো কারখানার প্রায় চল্লিশ জন শ্রমিক। স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে সরকার বেকার যুবকদের সামান্য ভাতার উপর নির্ভরশীল করাচ্ছে এবং নানা কিসিমের প্রকল্প চালু করে সরকারি টাকায় ভোট কেনার ব্যবস্থা করছে।

দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করেছে। বর্তমানে সেই ধারাবাহিকতায় দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি সরকার চরম শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চারটি শ্রম কোড চালু করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, নিরাপত্তা সহ অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। স্থায়ী চাকরির ধারণাই তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক সহ সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার সাথে বাণিজ্য চুক্তি করেছে। এই চুক্তির দ্বারা জনগণের স্বার্থ এবং সম্মানবোধকে পুঁজিপতিদের স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। খাদ্যশস্য, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার দখল করে নেবে মার্কিন বহুজাতিক পুঁজি। ফলে এ দেশের কৃষকরা সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। অন্য দিকে মার্কিন ও ইজরায়েলি যুদ্ধবাজরা একতরফা ভাবে ইরান আক্রমণ করায় তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই সুযোগে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রান্নার গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় ৬০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শিশু-নারী সমেত গণহত্যার নায়ক এই মার্কিন ও ইজরায়েলি শাসকদের সাথে মোদি সরকারের দৃষ্টিকটু মাখামাখি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহনকারী ভারতের গণতন্ত্রপ্রেমী জনসাধারণকে ব্যথিত করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করে একদিকে শিক্ষার সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ শুরু করেছে। অন্য দিকে শিক্ষার মর্মবস্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। রাজ্য সরকার কার্যত সেই শিক্ষানীতিকেই চালু করছে। চূড়ান্ত দুর্নীতি, অপশাসন ও অপদার্থতায় ডুবে থাকা এ রাজ্যের শাসক তৃণমূলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী ফ্যাসিস্ট বিজেপির মধ্যে চেহারা ও শক্তির তারতম্য ছাড়া মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। মালিক শ্রেণি পরিচালিত সংবাদমাধ্যম তাদের সর্বাত্মক প্রচারে শাসক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী দুই দলের মধ্যে চূড়ান্ত মেরুকরণ তৈরি করতে শুরু করেছে। ফুটন্ত তেলের কড়াই, না হয় জ্বলন্ত উনুন, জনসাধারণকে এই দুইয়ের মধ্য থেকেই বিকল্প বেছে নিতে কার্যত বাধ্য করা হচ্ছে।

অন্য দিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলগুলির বিরুদ্ধে যখন শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল তখন তার পরিবর্তে সিপিএম সহ বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলির ভূমিকা খুবই দুঃখজনক। যে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ লড়াই করে বামপন্থী আন্দোলনের মর্যাদা ও গৌরব, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে কয়েকটি আসনের জন্য সারা ভারতে ঐক্য এবং এ রাজ্যে ঐক্য করার চেষ্টা সহ সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলেছে। বহু বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ এতে গভীরভাবে মর্মাহত।

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গণকমিটিগুলি গড়ে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে নিয়োজিত রয়েছে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা বহু দাবি আদায় করেছি। বহু অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছি। আর জি করের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার সহ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন, সারা রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আশাকর্মীদের ঐতিহাসিক লাগাতার কর্মবিরতি আন্দোলন, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করার দেশব্যাপী আন্দোলন, স্মার্ট মিটার বিরোধী বিদ্যুৎ আন্দোলন, দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি অসংখ্য গণআন্দোলনে সারা দেশে, রাজ্যে এবং আঞ্চলিক স্তরে আমাদের দল সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে — কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও গণকমিটির মাধ্যমে গড়ে তুলছে। এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। গণআন্দোলনের শক্তি হিসেবে আমাদের দলকে ভোট দিয়ে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার আবেদন জানাচ্ছি।

পাঠকের মতামত

এটাই প্রকৃত বামপন্থা

রাজনীতি বিমুখতা আজকের সমাজ পরিবেশে প্রবল ভাবে আছে এবং নবীন প্রজন্মও তার দ্বারা প্রভাবিত, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু অন্ধকারের বুকে জেগে থাকা আলোর রেখার মতো এর বিপরীত ছবিও যে এই সমাজেই আছে, তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ৮ মার্চ মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি মোড়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নবনির্মিত মালদা জেলা অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এ দিন আয়োজিত সমাবেশে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আঠারো থেকে আশি প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। কেউ কেউ বেশ কিছুদিন আছেন এই দলের সাথে, কেউ কেউ অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন দলীয় ও সামাজিক কর্মসূচিতে, আবার অনেকেই প্রথম বারের মতো পরিচিত হচ্ছেন মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও দলের আদর্শের সাথে।

সমাবেশে উপস্থিত আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকু কেমন লাগল এঁদের বক্তব্য? উনি উত্তর দিলেন, একটা এমএলএ-এমপি নেই, কিন্তু পার্টিটার তেজ আছে। আজকের ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা না ভেবে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কথা এরা ভাবে, যেটা আমি অন্য দলগুলোকে এমন ভাবে ভাবতে দেখিনি। দেখো, গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা তো নিশ্চয়ই দরকার। সেটা অনেক দলই করে, কিন্তু এই দলের কর্মসূচি ও বক্তব্যে সমাজের বঞ্চিত মানুষগুলোকে সচেতন করা এবং যাতে তারা তাদের দুঃখ-কষ্টের প্রকৃত কারণটা বুঝতে পারে এবং সেই অবস্থাটা পাল্টানোর জন্য লড়তে পারে সেই চেষ্টা আমি দেখতে পায় যা আজ অব্দি অন্য কোনও দলের মধ্যে দেখিনি। এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দলের বক্তৃতায় শুনলাম, আন্দোলনই পাখির চোখ, পাল্টাতে হবে গোটা সিস্টেমকে। এটাই তো প্রকৃত বামপন্থা— যারা বিপ্লব করে এই শোষিত সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল পাল্টে ফেলতে চায়। সে কাজ কতদিনে সাধন হবে জানি না, তবে আজ রথবাড়ি মোড়ের সমাবেশ দেখে মনে হল বিপ্লবের এই স্বপ্নটা আজ খুবই জরুরি।

বিট্টু দেবনাথ
ইংলিশবাজার, মালদা

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস

তিনের পাতার পর

মার্চ দিনটিকে নারীদিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দিচ্ছেন। তারপর ৮ মার্চ প্রতি বছর নতুন সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন এই দিনটিকে নারীদিবসের স্বীকৃতি দিচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া গোটা বিশ্বের সামনে নারীমুক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। এই দেশেও সংগ্রামী নারীসমাজের কাছে ৮ মার্চ হয়ে উঠছে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদার দাবিতে জোট বাঁধার দিন। আজ মানুষ হিসেবে মেয়েদের যতটুকু অর্জন, সমাজ যতটুকু সমতা তাকে দিতে বাধ্য হয়েছে, তার সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে এই দিনটির ইতিহাস। অথচ নারীদিবসের বাজারচলতি উদযাপনে এই লড়াইয়ের ইতিহাস কোথাও চোখে পড়ে কি?

মেয়েদের বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘ। চাষবাস প্রচলনের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পত্তির উদ্ভব এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পত্তনের পথেই একদিন সমাজে মেয়েদের অবদমনের শুরু। নারীকে ধীরে ধীরে সম্পত্তির মতো ঘরে বেঁধে ফেলা হল। দাসপ্রথার পর সামন্তী ব্যবস্থাকে ভেঙে বুর্জোয়া সমাজ তার ঊষালগ্নে ব্যক্তিমানুষের অধিকারের প্রশ্নের সাথে মেয়েদের সমান অধিকার, সমমর্যাদা, মুক্তির দাবিও নিয়ে এল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ এল এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে আরেক ধরনের শোষণ নিয়ে। তার উৎপাদনের লক্ষ্য হল যে কোনও মূল্যে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা। ফলে সময়ের সাথে সাথে এই পুঁজিবাদ যত সংহত হল, তার প্রতিযোগিতা যত তীব্র ও একমুখী হল, আরও আরও মুনাফার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে সে আরও শোষণ করা শুরু করল, শুরুর দিককার গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে ক্রমশ সরে এসে হয়ে পড়ল চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। নারীও এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় মুনাফা তৈরির যন্ত্র। এই সমাজে নারী একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের শিকার আবার একই সাথে পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নেরও শিকার। ফলে একই সাথে দ্বিমুখী নিপীড়নে পিষ্ট আজকের নারী জীবন। এই পুঁজিবাদী সমাজের পরিচালকরা অর্জিত অধিকারের কিছু কিছু নারীকে দিতে বাধ্য হয়, গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রাখতে কিছু পুরুষতন্ত্রবিরোধী প্রগতিশীল স্লোগানও তাদের দিতে হয়, কিন্তু নারীর প্রকৃত মর্যাদা বা মুক্তি কোনওটাই সে দিতে পারে না। তাই আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন দশক পেরিয়ে ভারতীয় মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় দেখে যখনই আমাদের উচ্ছ্বসিত হতে ইচ্ছা করে, তখনই মনে পড়ে যায় মহারাষ্ট্রের বীড় জেলার সেই আখচাষি মেয়েদের কথা, ঋতুস্রাবের দিনগুলিতে ভয়ঙ্কর জলাভাবের কষ্ট সইতে না পেরে যারা অতি অল্প বয়সেই অপারেশন করিয়ে নিজেদের জরায়ু বাদ দিতে বাধ্য হন। পড়াশুনা এবং পেশার জগতে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং উজ্জ্বল স্বাক্ষর দেখে যতবার আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠতে চায়, ততবার সেই আনন্দকে আড়াল করে দাঁড়ায় শিক্ষার পরিসর থেকে হারিয়ে যাওয়া অগণিত মেয়ের ক্লান্ত মুখ। এ দেশে প্রতি ষোলো মিনিটে একটি করে ধর্ষণ ঘটে, পাশাপাশি সরকারি মদতে চলে মদ ও মাদকের রমরমা, সিনেমায় বিজ্ঞাপনে নারীদেহের অবিরাম পণ্যায়ন। এর মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা যখন নারীদিবসের দিকে তাকাই, দেখতে পাই পুঁজি সুচতুরভাবে এই দিনটি থেকে মুছে দিয়েছে প্রতিবাদের ঘাম-রক্ত। আর পাঁচটা জিনিসের মতোই নারীদিবসও হয়ে উঠেছে বাজারের পণ্য। নারীকে শেকলে বাঁধার যে যে আয়োজনকে অন্তরে-বাইরে ছিন্ন করাই ছিল নারীদিবসের আহ্বান, প্রসাধন ও অলংকারের ডিসকাউন্টের মতো সেই জিনিসগুলোই হয়ে উঠেছে নারীত্বের উদযাপনের চিহ্ন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর বিজ্ঞাপনী জৌলুসের আড়ালে পড়ে আছে সেই অন্ধকার দেশ, লিঙ্গসাম্যের নিরিখে বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মধ্যে যার স্থান ১০৮ নম্বরে।

ফলে, আজ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস আসে আরও গভীর সংগ্রামের প্রয়োজন নিয়ে। নারীদিবস মনে করিয়ে দেয়, নারীর অধিকার অর্জনের লড়াই শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে নয়, যে সমাজ মেয়েমানুষের মানুষ হয়ে ওঠাকে সব দিক থেকে আটকায়, লড়াই তার বিরুদ্ধেও। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বেগম রোকেয়া- সাবিত্রী ফুলে-রা মেয়েদের যে মনুষ্যত্বের আলোয় উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছিলেন, আজ নারীদিবসের উদযাপন যেন সেই চাওয়াকে মর্যাদা দিতে পারে। আজকের সচেতন মুক্তিকামী নারী-পুরুষ যেন পরিষ্কার বুঝে নিতে পারে, পুরুষতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণেরই একটা হাতিয়ার। পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য সত্যিই ভাঙতে হলে, খোলা আকাশ পেতে হলে, সবাইকে লড়তে হবে এই পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধেই।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড মৃণাল মুখার্জী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ষাটের দশকে সোনারপুর অঞ্চলে থাকাকালীন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর কমরেড মানিক মুখার্জীর একটি আলোচনা শুনে তিনি এসইউসিআই(সি) দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে পার্টির যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। যুব সংস্কৃতিতে লেখালেখি করার পাশাপাশি চারণিক নাট্যগোষ্ঠীতেও যুক্ত হন। অপসংস্কৃতি বিরোধী যুব আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেও তিনি কোনও চাকরিতে না গিয়ে দলের নীতি আদর্শকে জীবনের পাথেয় করে দলের কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। সোনারপুর অঞ্চলে বিভিন্ন দাবিতে, বিশেষ করে বিদ্যুতের সমস্যা সহ নানা সমস্যা সমাধানে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন শাসক সিপিএমের নানা বাধা উপেক্ষা করে তিনি বলিষ্ঠ ভাবে দলের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যান। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই তিনি সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিস্তৃত এলাকায় ঘুরে ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু মানুষকে দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তিনি। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও দলের সাথে যুক্ত করেন। দলের শিক্ষাকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে তিনি দলের সর্বস্তরের কর্মী তথা এলাকার সাধারণ মানুষ, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, সকলের কাছেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠেন।

দুর্ঘটনাজনিত কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে গৃহবন্দি থাকাকালীন তিনি দলের সমস্ত কর্মসূচির খোঁজ নিতেন এবং বিশেষ বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রয়াণে এলাকার মানুষ হারাল একজন প্রিয় দরদি মানুষকে ও দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠককে।

৯ মার্চ সোনারপুর ক্লাব সমন্বয় ভবনে কমরেড মৃণাল মুখার্জী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

কমরেড মৃণাল মুখার্জী লাল সেলাম

দীর্ঘকাল ফুসফুসের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে এসইউসিআই(সি)-র এক সময়ের সর্বক্ষণের কর্মী, পরবর্তীকালে দৃঢ় সমর্থক কমরেড সৌরেন বসু ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক হাসপাতালে ১৩ মার্চ সন্ধ্যায় ৭৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মেদিনীপুর জেলায় পার্টির কাজকর্মের শুরুতেই তিনি ১৯৬৭ সালে মহান নেতা শিবদাস ঘোষের চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে সিপিআই(এম) দল ও ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর তমলুক কলেজ কমিটির সম্পাদক পদ ছেড়ে দিয়ে পার্টির এবং এআইডিএসও-র সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন। খুবই আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যেও তিনি প্রত্যেক ছাত্রকর্মীর নিজের নিজের গ্রামে গিয়ে সংগঠন বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নতুন থানা এলাকায় সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেন। হলদিয়া, ভগবানপুর ও বিশেষ করে গোপীবল্লভপুরে পুলিশি হেনস্থা সত্ত্বেও বারবার তিনি গেছেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচনা করতে ও লিখতে পারতেন। তখন ওই জেলা-পার্টির খুবই আর্থিক সংকট ছিল। তাঁর শরীরও ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় ১৯৭২ সালে তিনি জেলা ছেড়ে ঢাকুরিয়ায় তাঁর পরিবারের কাছে চলে যান। তখনও 'অন্যচোখে' পত্রিকায় তিনি যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দৃঢ় সমর্থকে পরিণত হন। তিনি গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কয়েকটি চলচ্চিত্র পরিচালনাতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি এক বলিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড সৌরেন বসু লাল সেলাম

বসতি উচ্ছেদ ও স্মার্ট মিটার বসানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মধ্যপ্রদেশে

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক হারে স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালকে পিপিপি মডেলে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্য তুলে দিচ্ছে। নানা অজুহাতে একের পর এক বসতি উচ্ছেদ করছে। ৯৪ হাজার সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জল-জঙ্গল-জমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে, পরিবেশ ধ্বংস করছে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক

আন্দোলন গড়ে তুলছে এস ইউ সি আই (সি)। ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ভোপালের চেতক ব্রিজ চৌরাস্তায় দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক মুদিত ভাটনগর, বিনোদ লোগারিয়া প্রমুখ। বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করেন আরতি শর্মা।

মিড ডে মিল কর্মীদের সম্মেলন বাঁকুড়ায়

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী

ইউনিয়নের প্রথম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৬ মার্চ শহরের ধর্মশালাতে। তামলিবাঁধ থেকে মিছিল করে ধর্মশালায় আসেন মিড-ডে মিল কর্মীরা।

তাঁদের দাবি মাসিক ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা মজুরি, ১২ মাসের বেতন, মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা, পেনশন, পিএফ, বোনাস দিতে হবে। প্রায় চারশো মিড-ডে মিল কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মিড-ডে মিল কর্মীদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সীমাহীন বঞ্চনার কথা তাঁরা তুলে ধরেন। সংগঠনের যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার বক্তব্য রাখেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের আশাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সভাপতি লীনা সরকার।

মিতা প্রামাণিককে জেলা সভাপতি এবং ছন্দা মাহাতো ও মধুমিতা কুণ্ডুকে যুগ্ম সম্পাদক, পুষ্প গড়াইকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪৮ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

সরকারের বঞ্চনার শিকার স্বাস্থ্যকর্মীরা

স্বাস্থ্য দপ্তরের সিএইচজি-রা মাসিক সাম্মানিক পান ৪০০ টাকা ও টিডি-রা পান মাসিক ৫৫০ টাকা। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক ৯০ টাকা মজুরিতে নিযুক্ত রয়েছেন। গ্রামীণ এলাকায় ইমিউনাইজেশন ক্যাম্পে ভ্যাকসিন বক্স পৌঁছে দেন এঁরা। ক্যাম্প শেষ হলে ওই ভ্যাকসিন বক্স কুলচেনে জমা দিতে

হয়। এই দূরত্ব কখনও কখনও ১৮-২০ কিলোমিটার হয়। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরতে রাত হয়ে যায়। গাড়ি ভাড়া খরচ হয়ে যায় ৫০-৮০ টাকা। সরকারি নির্দেশে তুলনায় কম দূরত্বের জন্য ২০০ টাকা ও বেশি দূরত্বের জন্য ৪০০ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয় না। এই কর্মীরা ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্লক থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত এবং অর্থ দপ্তরে তাঁদের দাবি পৌঁছে দিয়েছে। অর্থ দপ্তর বলছে, বেতন বাড়ানো সহ অন্যান্য দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রস্তাব আসুক, আবার স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে ব্লক ও জেলা থেকে প্রস্তাব আসুক। দপ্তরের সমন্বয়ের অভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন এই কর্মীরা।

সিএইচজি, টিডি ও এভিডিদের সারা মাসে কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করে মাসিক বেতন ১২০০০ টাকা, প্রত্যেক এভিডি-কে আইডেন্টিটি কার্ড, পোশাক ও সাইকেল প্রদান, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে এবং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট হিসেবে প্রত্যেক কর্মীকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ব্লক ও জেলা স্তর থেকে স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৬ মার্চ হাওড়া সিএমওএইচ অফিসে স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সিএইচজি, টিডি ও এভিডি-র পক্ষে জগন্নাথ ভৌমিক, অষ্টম পাল, শান্তা বোস, রেখা হাজরা, সজলা ভক্তা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদক নিখিল বেরা।

শ্রমকোড নিয়ে সভা

৮ মার্চ এআইইউটিইউসি ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রমকোড নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কাঁচরাপাড়ায় শহিদ মাস্টারদা ভবনে। সভা পরিচালনা করেন জেলা সভাপতি কমরেড অমল সেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী।

মেছেদায় শিশু-কিশোর উৎসব

শিশু-কিশোর সংগঠন কমসোমলের পরিচালনায় ৮ মার্চ শিশু-কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদার বিদ্যাসাগর হলে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রসারের লক্ষ্যেই এই উৎসব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্মৃতি দৌড়, রিলে রেস, সমবেত সঙ্গীত, কুইজ ও দেওয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

আলোচনা করেন অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী প্রণব মাইতি, শিলা দাস, অরুণ জানা, কমসোমল পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা যুগ্ম ইনচার্জ বর্ষা মানিক, ঋভু মাজি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পাঁশকুড়ায় মোটরভ্যান চালকদের শিক্ষা শিবির

৭ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পূর্ব

মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলার আগুয়ান মোটরভ্যান চালক ও সংগঠকদের নিয়ে শ্রমিক-শ্রেণিগত চেতনার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন-উত্তর ভিত্তিক ক্লাস আয়োজিত হয় পাঁশকুড়া ব্যবসায়ী সমিতি হলে। নানা প্রশ্ন ধরে সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করেন মোটরভ্যান চালক খোকন বাগ, সৌমেন সাউ, শেখ কালেন, হরিপদ অধিকারী, জ্যোতি দাস, বামাপদ প্রমুখ। আলোচনা করেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ও সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড অশোক দাস।

বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পেশের প্রতিবাদে

সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০ মার্চ জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৫ লোকসভায় পেশ করে। এর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করে। কলকাতা সহ প্রায় সমস্ত জেলা সদর এবং অনেকগুলি ব্লক সদরে এই বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা।

কলকাতায় মৌলালি মোড় অবরোধ করে বিদ্যুৎ বিলের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ অজয় চ্যাটার্জী। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, একটা এলাকায় একাধিক কোম্পানি বিদ্যুৎ বণ্টনের ব্যবসা করার মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ করা হবে। স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হবে। তথাকথিত ক্রস সাবসিডি তুলে দিয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের দাম কমিয়ে গৃহস্থ, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহকদের দাম বাড়ানো হবে। আমেরিকা ফ্রান্স সহ বিদেশে বাধাপ্রাপ্ত অব্যবহৃত পারমাণবিক চুল্লি কিনে নিয়ে এসে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা বলা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে দেশের নাগরিকদের ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে ফেলে দেবে। তার প্রতিবাদেই আজ রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

গণদাবীর গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ ১৫০ টাকা, স-ডাক ১৬৫ টাকা

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 32 Bengali Weekly March 20, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণে

১৪ মার্চ কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান নেতা কার্ল মার্ক্সের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জী। উপস্থিত রয়েছেন পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

মালদায় পার্টি অফিস উদ্বোধন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর মালদা জেলা অফিসের উদ্বোধন হয় শহরের বুড়াবুড়িতলা এলাকায়। উদ্বোধন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য জৈমিনী বর্মন এবং দলের সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক গৌতম সরকার সহ কয়েকশো কর্মী-সমর্থক।

প্রধান বক্তা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য জনসাধারণের স্বার্থে সংগ্রামী বামপন্থাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের মাধ্যমেই যে একমাত্র দাবি আদায় হতে পারে তা তুলে ধরেন তিনি। ভোটার তালিকায় সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম সুনিশ্চিত করা এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবি জানান তিনি। মার্কিন-ইজরায়েল জোটের হামলার বিরুদ্ধেও তিনি সরব হন। এই সমাবেশে কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি এলাকার মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

স্কুলে সেমেস্টার বাতিলের দাবিতে মুর্শিদাবাদে ছাত্রদের ডিআই অভিযান

অবৈজ্ঞানিক সেমেস্টার প্রথা, ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত ও স্কুলে কেন্দ্রীয়বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত বাতিল, অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত, শিক্ষক নিয়োগ সহ স্কুল-পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পরিবহণে ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন সহ নানা দাবিতে এআইডিএসও-র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিআই দফতর অভিযান করল ১২ মার্চ। তাদের প্রশ্ন, বাড়তি ফি-র বোঝায় জেলার একটি বড় অংশের ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনায় ইতি টানতে বাধ্য করা হল কেন? কেন ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণ খরচ কমাবে না সরকার? পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও কেন উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু করা হল?

এ দিন কর্মসূচি শুরু হয় বহরমপুর গ্রান্ট হলের সামনে

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদিয়া জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত ১৩ মার্চ ৭৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন

বিক্ষোভসভার মধ্য দিয়ে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সোহিনী আলম, সুব্রত মণ্ডল, জেলা কোষাধ্যক্ষ আশীষ দাস। এরপর শুরু হয় ডিআই অফিস অভিমুখে স্লোগান মুখরিত প্রতিবাদ মিছিল।

পুলিশ যখন মিছিল আটকাতে মরিয়া, তখন দীপ্ত সাহসে ভর করে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে চলে ছাত্ররা। পুলিশের চোখে চোখ রেখে তারা প্রমাণ করে দেয় শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে যে কোনও লড়াইয়ের জন্য তারা প্রস্তুত। ডিআই অফিসে প্রবেশের মুখে বিশাল দ্বিতীয় ব্যারিকেডের সামনে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাবির আলির নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল দাবিপত্র নিয়ে ডেপুটেশনে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে জেলা সম্পাদক সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ক্যানিংয়ে এসইউসিআই(সি)-র কার্যালয় উদ্বোধন

এস ইউ সি আই (সি) ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় উদ্বোধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২ মার্চ ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন সাংসদ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ মণ্ডল। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্টু গুপ্ত ও নন্দ কুণ্ডু এবং রাজ্য কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক বাদল সরদার। সমাবেশে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শুরুতে কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এবং শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

একের পাতার পর

মহিলা, সংখ্যালঘু, রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের লক্ষ্য করে নাম বাদ দেওয়ার হীন চক্রান্ত বন্ধকরতে হবে। কাগজের দোহাই বন্ধকরে, নথি না থাকলেও সশরীরে উপস্থিতির (ফিল্ড ভেরিফিকেশন) ভিত্তিতে ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বহু ভোটার জানেনই না যে তাদের নাম বাদ গেছে বা বিচারাধীন রয়েছে। এমনকি ডিলিট হওয়া ভোটাররা নতুন করে আবেদনও করতে পারছেন না। অবিলম্বে বিএলও-দের মাধ্যমে এই ভোটারদের জানাতে হবে এবং তাদের নাম পুনরায় তালিকায় তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে আতঙ্কে যারা আত্মঘাতী হয়েছেন বা অকালমৃত্যু বরণ করেছেন, তার দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।

নদিয়া ঃ ৯ মার্চ নদিয়া জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নদিয়া উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক হররোজ আলির নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের প্রতিনিধির কাছে দাবিপত্র দেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য জয়দীপ চৌধুরী, সেলিম মল্লিক, সাইদুল ইসলাম, বিমান কর্মকার প্রমুখ।

কলকাতা ঃ জেলার অসংখ্য বাজার, রাস্তার মোড়ে বিক্ষোভ ও পথসভা হয়। সাধারণ মানুষ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন।

নদিয়া

কোচবিহার

কলকাতা

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com